আলী হাসান উসামা

ফিতনার বজ্রধ্বনি

ফিতনার বজ্রধ্বনি

আলী হাসান উসামা

কালান্তর প্রকাশনী

চতুর্থ সংস্করণ : জুন ২০২২
প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০১৮

© : প্রকাশক

মূল্য : ৳ ২৫০, US $ 10. UK £ 7

প্রচ্ছদ : আবুল ফাতাহ

প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার
সিলেট। ০১৭১১ ৯৮৪৮২১

ঢাকা বিক্রয়কেন্দ্র
ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা
বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

বইমেলা পরিবেশক
নহলী, বাড়ি-৮০৮, রোড-১১, অ্যাভেনিউ-৬
ডিওএইচএস, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, রেনেসাঁ, ওয়াফি লাইফ

মুদ্রণ : বোখারা মিডিয়া
bokharasyl@gmail.com

Fitnar Bojrodhoni
by **Ali Hasan Osama**

Published by
Kalantor Prokashoni
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
facebook.com/kalantorprokashoni
www.kalantorprokashoni.com

All Rights Reserved
No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

প্রকাশকের কথা

ফিতনা মানে পরীক্ষা। এখন ফিতনার যুগ। রকমারি ফিতনা। লাল, নীল ও ধূসর রঙের ফিতনা। ফিতনা কখনো ফিতনার সুরতে হয় আবার কখনো হয় নেক সুরতে। ফিতনার বজ্রধ্বনিতে কেঁপে কেঁপে উঠছে সারাটা পৃথিবী। এই মুহূর্তে প্রয়োজন সচেতনভাবে জেগে ওঠা। নতুন পৃথিবী গড়ার প্রত্যয়ে দৃপ্ত পদবিক্ষেপে এগিয়ে যাওয়া।

সমকালীন ফিতনা সম্পর্কিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলী হাসান উসামা সাজিয়েছেন *ফিতনার বজ্রধ্বনি* শিরোনামে। তাঁর কলমে উঠে এসেছে বর্তমান যুবসমাজের মনে জাগা প্রশ্নাবলির দালিলিক সমাধান কুরআন এবং সুন্নাহর আলোকে; মহান সালাফে সালিহিনের মূলনীতি অনুসারে। গ্রন্থটি আমাকে দারুণভাবে চমৎকৃত করেছে।

গ্রন্থের সার্বিক মান বজায় রাখার সর্বাত্মক চেষ্টা করা হয়েছে। এরপরও মানুষ কখনো তার সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠতে পারে না। তাই গ্রন্থে কোনো ত্রুটি বা অসংগতি দৃষ্টিগোচর হলে আমাদের অবগত করার অনুরোধ রইল। পরবর্তী মুদ্রণে আমরা সংশোধন করে নেব ইনশাআল্লাহ।

এখন আপনাদের হাতে গ্রন্থটির তৃতীয় সংস্করণ। এই সংস্করণে ভাষা ও বানানগত কিছু পরিমার্জন করা হয়েছে। এই কাজটি অত্যন্ত আন্তরিকভাবে করে দিয়েছেন সম্পাদক সালমান মোহাম্মদ। কয়েকটি আরবি কবিতার অনুবাদ ছিল না, লেখক সেগুলো সংযোজন করে দিয়েছেন। এ ছাড়া তেমন কোনো সংযোজন-বিয়োজন হয়নি।

আবুল কালাম আজাদ
সম্পাদক ও প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী

তৃতীয় সংস্করণের প্রারম্ভিকা

ফিতনার বজ্রধ্বনি। আমার প্রথম মৌলিক রচনা। প্রথমের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে অনেক স্মৃতি, অনেক আবেগ। ১৪৩৮ হিজরির রমজান মাস থেকে আমার গ্রন্থ প্রকাশের আনুষ্ঠানিক সূচনা। এইতো দেখতে দেখতে তিনটা বছর কেটে গেল। এ গ্রন্থের পরে *মুক্ত প্রাণের হে সন্ধানী, সুরা ফাতিহার আলোকে ইসলামি আকিদা* ও *মানহাজ, জান্নাতের সবুজ পাখি, ইসলামি আকিদা প্রথম খণ্ড* ও *কুফর ও তাকফির* প্রকাশিত হয়ে আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে ইতিমধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। এ ছাড়াও এই সময়ে গোটা দশেক গ্রন্থের অনুবাদ এবং কুড়িখানেক গ্রন্থের সম্পাদনা করার তাওফিক হয়েছে। তবু প্রথম গ্রন্থ প্রকাশের যে নির্মল আবেগ ও উচ্ছ্বাস, তা চিরকালই ইনশাআল্লাহ স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

পাঠকের উৎসাহ ও ভালোবাসা লেখককে অনুপ্রাণিত করে। আল্লাহ তাআলার কাছে উত্তম প্রতিদান প্রাপ্তির প্রত্যাশা তার কলম ও কলবকে শক্তিশালী করে। বস্তুত আমাদের কোনো শক্তি ও সামর্থ্য নেই। আল্লাহ তাআলা যাকে অনুগ্রহ করে যতটুকু তাওফিক দেন, দীনের জন্য সে ততটুকুই অবদান রাখতে পারে। আল্লাহর তাওফিক শামিলে হাল না হলে বান্দা শুধু স্বপ্নই দেখে যায়; কিন্তু তার স্বপ্নের ময়ূর আর বাস্তবজগতে পেখম মেলে না, মেলতে পারে না।

লেখালেখির সূচনা থেকেই নিয়ত ছিল, ইসলামের অবহেলিত ও মজলুম বিষয়গুলোর ব্যাপারে বিশেষভাবে কলম ধরব। যে বিষয়গুলো অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হওয়া সত্ত্বেও মৃতপ্রায় হয়ে গেছে, তা পুনর্জীবিত করব। সর্বোপরি 'দীনের সরফরাজি' ও 'রবের বন্দেগি' বাস্তবায়নের পাশাপাশি তাঁর আমানতের যথাযথ সংরক্ষণ, সংশোধন ও সংস্কারের ব্রত পালনের লক্ষ্যে জীবন উৎসর্গ করব। এই স্বপ্ন নিয়েই এখনো এগিয়ে চলছি। আল্লাহ যদি চান, হাজারো ত্রুটি ও অযোগ্যতা সত্ত্বেও এসব বিষয়ে কিছু গঠনমূলক কাজ অব্যাহত রাখার ইচ্ছা আছে। আমরা তো শুধু নিয়ত এবং চেষ্টাই করতে পারি; পূর্ণতা শুধু আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকেই আসে।

জানি না হায়াতের আর কয়দিন বাকি আছে। সম্মানিত পাঠকদের নিকট বিনীত আবেদন, আল্লাহ যেন আমাকে কাবিলিয়্যাত, কবুলিয়্যাত ও ইসতিকামাত দান করেন, উম্মাহর

জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কাজগুলো ইহজীবনে সম্পন্ন করে আপনাদের করকমলে তুলে দিয়ে যাওয়ার তাওফিক দান করেন এবং সবশেষে তিনি যেন শাহাদাতের মহান মর্যাদা নসিব করেন—অধমের জন্য এই দুআ করবেন। ক্ষুদ্র জীবনে একাধিকবার বড় বড় দুর্ঘটনার শিকার হয়েছি। মৃত্যুর অনেক কাছ থেকে আল্লাহ ফিরিয়ে এনেছেন। পৃথিবীর মানুষ নিরাশ হয়ে গিয়েছিল এমন অবস্থা থেকে আল্লাহ আবার স্বাভাবিক পর্যায়ে এনেছেন। জানি না কখন পরকালের ডাক আসবে। আল্লাহর নিকট কামনা করি, তিনি যেন কল্যাণের ফায়সালা করেন এবং সর্বোচ্চ সম্মানজনক মৃত্যু দান করেন।

এ গ্রন্থে যা কিছু কল্যাণকর, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে; আর যা কিছু ভুল ও ত্রুটি, তা আমার ইলমি দুর্বলতা এবং নফসের ধোঁকার ফল। আল্লাহ গ্রন্থটি নিজ দয়া ও অনুগ্রহে কবুল করে নিন। আমিন।

আলী হাসান উসামা
alihasanosama.com

সূ চি প ত্র

প্রথম অধ্যায়

দাজ্জাল : কালো পতাকার শত্রু # ১১

এক	: দাজ্জালের পরিচয়	১১
দুই	: দাজ্জালের নাম	১২
তিন	: কিয়ামতের বড় আলামতগুলোর মধ্যে দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ ...	১৩
চার	: দাজ্জালের আকৃতি-প্রকৃতি	১৬
পাঁচ	: দাজ্জাল কোথায়	১৭
ছয়	: ইবনু সাইয়াদই কি দাজ্জাল	২১
সাত	: দাজ্জালের আত্মপ্রকাশের আলামতসমূহ	২২
আট	: দাজ্জালের ফিতনা সম্পর্কে কিতাবিদের ধর্মীয় গ্রন্থাদি কী বলে	২৮
নয়	: দাজ্জালের গাধা	৩০
দশ	: দাজ্জালের ফিতনা	৩০
এগারো	: চরম দুর্ভিক্ষের সময় দাজ্জালের কাছে থাকবে নিয়ামতের ...	৩৬
বারো	: দাজ্জালের অসার দাবির ক্রমোন্নতি	৩৮
তেরো	: প্রভুত্বের পক্ষে দাজ্জালের প্রমাণ	৩৯
চৌদ্দ	: পৃথিবীজুড়ে দাজ্জালের গতিশীল অবাধ বিচরণ	৪২

দ্বিতীয় অধ্যায়

নব্য খারেজিদের উত্থান এবং মুরজিয়া সমাচার # ৪৪

এক	: নব্য খারেজিদের প্রকার	৪৪
দুই	: মুরজিয়া সমাচার	৫২
তিন	: আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান	৫৩

তৃতীয় অধ্যায়

মুসলিম উম্মাহর আয়ু এবং কিয়ামতের পূর্বাভাস # ৬০

এক	: কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে	৬০
দুই	: মুসলিম উম্মাহর আয়ু	৬২
তিন	: কিতাবিদের ধর্মীয় গ্রন্থ থেকে উপরিউক্ত আলোচনার স্বপক্ষে প্রমাণ	৬৭

চতুর্থ অধ্যায়

শতাব্দীর সবচেয়ে বড় ফিতনা : মডারেট ইসলাম # ৬৯

এক : র‍্যান্ড পরিচিতি ৬৯
দুই : র‍্যান্ডের দৃষ্টিতে মুসলমানদের প্রকার ৭০
তিন : প্রেক্ষিত : মডারেট ইসলাম প্রচার ৭২
চার : মডারেট ইসলামের লক্ষ্য ৭৩
পাঁচ : মডারেট মুসলিমের বৈশিষ্ট্য ৭৪
ছয় : সিভিল ডেমোক্রেটিক ইসলামের প্রস্তাবনা ৭৬
সাত : আমাদের করণীয় ৭৭

পঞ্চম অধ্যায়

মুনাফিকদের ব্যাপারে সতর্ক হোন # ৭৯

এক : রাসুলের পর মুনাফিক চেনার উপায় ৮২
দুই : ইলহাদ-জানদাকা কী ৮২
তিন : নতুন যুগের মুনাফিক ৮৩

ষষ্ঠ অধ্যায়

শাতিমে রাসুলদের একাল-সেকাল # ৯১

এক : রাসুলের যুগ থেকে শাতিমে রাসুল নিধনের শিক্ষণীয় ঘটনা ৯১
দুই : গাজি ইলমুদ্দিন শহিদের সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য ১০৩

সপ্তম অধ্যায়

জাতীয়তাবাদের মূর্তি # ১১৬

অষ্টম অধ্যায়

গণতন্ত্র একটি ধর্ম # ১২৯

নবম অধ্যায়

দারুল ইসলাম ও দারুল হারব : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ # ১৪০

এক : দারুল ইসলামের সংজ্ঞা ও পরিচয় ১৪০
দুই : দারুল হারবের পরিচয় ও সংজ্ঞা ১৪৩
তিন : হারবির পরিচয় ১৪৫
চার : দারুল ইসলাম কীভাবে দারুল হারবে রূপান্তরিত হয় ১৪৫
পাঁচ : প্রসঙ্গ : দারুল আমান ১৫৩
ছয় : আধুনিক বিশ্লেষকদের বক্তব্যের সারকথা ১৫৮
সাত : বাংলাদেশ কি দারুল ইসলাম নাকি দারুল হারব ১৫৯
আট : আমাদের করণীয় ১৬৭

প্রথম অধ্যায়

দাজ্জাল : কালো পতাকার শত্রু

এক. দাজ্জালের পরিচয়

দাজ্জাল আদম আ.-এর সন্তানদের মধ্য থেকে একজন। দাজ্জাল একজন মানুষ। মহান আল্লাহ তাকে এমন সব ক্ষমতা দান করেছেন, যা অন্য কোনো মানুষকে দান করেননি। আল্লাহ তাআলা তাকে মুমিনদের ইমানের পরীক্ষার জন্য সবিশেষ শক্তি ও ক্ষমতা দান করেছেন। তবে আল্লাহ তাকে জোরপূর্বক মুমিনদের ইমান কেড়ে নেওয়ার ক্ষমতা দেননি; বরং তাকে দান করেছেন অমানবীয় শক্তি ও ক্ষমতা। সে তার সেসব শক্তি ব্যবহার করে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে, তাদের চিত্ত প্রলুব্ধ করবে এবং দুর্বল ইমানবিশিষ্ট মুমিনদের গোলকধাঁধা এবং সংশয়ে ফেলে কুফরে লিপ্ত করবে। ফলে অনেক মানুষই জ্ঞাতসারে কিংবা অজ্ঞাতসারে, প্রবৃত্তির তাড়নায় অথবা সংশয়গ্রস্ত হয়ে তার ফিতনায় ফেঁসে যাবে। তার ফিতনা ইবলিসের ফিতনাসদৃশ। আর আল্লাহ তো বলেই দিয়েছেন,

> আমার (প্রকৃত) বান্দাদের উপর তোর কোনো কর্তৃত্ব-ক্ষমতা নেই। (তাদের) তত্ত্বাবধান-রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তোর প্রতিপালকই যথেষ্ট।
> [সুরা বনি ইসরাইল : ৬৫]

নবিজি ﷺ আমাদের দাজ্জালের আকৃতি-প্রকৃতি, তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য-গুণাবলি সম্পর্কে অবহিত করেছেন। দাজ্জালের অনুসরণ করা থেকে তিনি আমাদের বারণ করেছেন। কারণ, যারা তার অনুসারী হবে তারা গলা থেকে ইসলামের রশি খুলে ফেলবে এবং উম্মাতে মুহাম্মাদির তালিকা থেকে নিজেদের নাম মুছে দেবে। তাই আমরা যখন দাজ্জালকে চিনব এবং তার সম্পর্কে সবিস্তারে জানব, তখন আশা করা যায় মহান আল্লাহ আমাদের তার অনিষ্ট থেকে হিফাজত করবেন।

দুই. দাজ্জালের নাম

দাজ্জালকে আল-মাসিহুদ দাজ্জাল বলা হয়ে থাকে। ইসা আ.-কেও মাসিহ বলা হয়। হাদিসের শব্দানুসারে দাজ্জাল হলো মাসিহুদ দালালাহ তথা গোমরাহির মাসিহ। এর থেকে অনুমেয় যে, ইসা আ. হলেন মাসিহুল হুদা তথা হিদায়াতের মাসিহ।[১] দুজনকে দু-বিবেচনায় মাসিহ নামে নামকরণ করা হয়েছে। শুধু মাসিহ শব্দ বলা হলে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে ইসা আ.। আর যখন এর দ্বারা দাজ্জাল উদ্দেশ্য নেওয়া হয়, তখন এর সঙ্গে দাজ্জাল শব্দ যুক্ত করে আল-মাসিহুদ দাজ্জাল বলা হয়ে থাকে।

মাসিহ শব্দটি আল-মাসহু ক্রিয়ামূল থেকে উৎসারিত, যার অর্থ মুছে দেওয়া। ইসা আ.-কে মাসিহ বলার কারণ, তিনি যখন ব্যাধিগ্রস্তদের গায়ে হাত বুলিয়ে দিতেন, নিজ হাত দ্বারা তাদের মুছে দিতেন, তখন মহান আল্লাহর অনুগ্রহে তারা সুস্থ হয়ে উঠত। কিংবা এর কারণ হলো, তিনি তাঁর পা দিয়ে সারা পৃথিবী মাড়াতেন। অর্থাৎ, সমগ্র পৃথিবী জুড়ে ছিল তাঁর বিচরণ। অথবা এ শব্দটি আরবি নয়; বরং ইবরানি ভাষার মাশিহ শব্দ থেকে রূপান্তরিত হয়ে আরবিতে এসে মাসিহ হয়েছে।

দাজ্জালকে মাসিহ বলা হয় যেহেতু তার বাম চোখটি থাকবে মোছা। অর্থাৎ, বাম চোখের জায়গাটিতে কোনো চোখই থাকবে না। চেহারার বাম পাশটি থাকবে চোখ এবং ভ্রু-মুক্ত, যেন সেখান থেকে চোখ এবং ভ্রু মুছে দেওয়া হয়েছে। ফলে সে হবে কানা; যে শুধু তার এক চোখ—ডান চোখ দ্বারাই দেখে। ঠিক তেমনি তার ডান চোখটিও হবে ত্রুটিপূর্ণ। দেখতে মনে হবে আঙুরের মতো, যেন তা কোঠর থেকে বেরিয়ে এসেছে।

দাজ্জাল শব্দটি এসেছে আদ-দাজলু ক্রিয়ামূল থেকে। এর শাব্দিক অর্থ হলো :

১. ঢেকে দেওয়া; যেহেতু সে মিথ্যার দ্বারা সত্য ঢেকে দেবে।
২. ধোঁকা দেওয়া ও বিভ্রান্ত করা; যেহেতু সে মানবজাতিকে ধোঁকা দেবে এবং বিভ্রান্ত করবে।
৩. ফন্দি করা; যেহেতু সে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে রকমারি ফন্দি করবে।

মিথ্যার চূড়ান্ত স্তরকে আদ-দাজলু শব্দে অভিহিত করা হয়। অর্থাৎ, দাজ্জাল হবে চরম ধোঁকাবাজ, ডাহা মিথ্যুক এবং কৌশলী ফন্দিবাজ। দাগাবাজি এবং ফেরেববাজিতে তার তুলনা শুধু সে-ই।

দাজ্জাল শব্দটির বহুবচন হলো দাজ্জালুনা এবং দাজাজিলা। এর বহুবচনের প্রয়োজন

[১] *ফাতহুল বারি* : ফিতান অধ্যায়, দাজ্জালের আলোচনা-সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ।

এ জন্য যে, দাজ্জাল সে একাই নয়; বরং দাজ্জাল রয়েছে আরও অনেকজন। তবে সে হলো সবচেয়ে বড় এবং সর্বশেষ দাজ্জাল।

রাসুল ﷺ বলেন,

> কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ-না ৩০ জন চরম মিথ্যুক দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে, যাদের প্রত্যেকেই আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের উপর মিথ্যাচার করবে।[২]

এ পর্যন্ত অসংখ্য দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে, যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের উপর মিথ্যাচার করেছে, যারা মিথ্যা নবুওয়াতের দাবি করেছে। যেমন : মুসায়লামা কাজ্জাব, আসওয়াদ আনসি, তালিহা আল আসাদি, মুখতার আস সাকাফি, সাজ্জাহ, গোলাম আহমদ কাদিয়ানি (লাআনাহুমুল্লাহ)। আল-মাসিহুদ দাজ্জাল সে শুধু মিথ্যা নবুওয়াতেরই দাবি করবে না; বরং সে নিজেকে রাব্বুল আলামিন বলে ঘোষণা দেবে।

তিন. কিয়ামতের বড় আলামতগুলোর মধ্যে দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ প্রথম প্রকাশিত আলামত

কিয়ামতের আলামতগুলো মোট তিন ধরনের : ছোট, মাঝারি এবং বড়। কিয়ামতের বড় আলামত হলো ১০টি। এর মধ্য থেকে দাজ্জালের বহিঃপ্রকাশ হলো প্রথম আলামত।

একদল বিদগ্ধ আলিমের ভাষ্য হলো, পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়ের আলামতটি হলো বড় ১০টি আলামতের মধ্যে প্রথম। এ ক্ষেত্রে তাঁদের দলিল আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস রা. সূত্রে রাসুল ﷺ থেকে বর্ণিত হাদিস,

> নিঃসন্দেহে প্রকাশিত হওয়ার দিক থেকে প্রথম আলামত হলো পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হওয়া এবং মানবজাতির উপর পূর্বাহ্নে দাব্বাতুল আর্‌দ নামক একটি জন্তুর আত্মপ্রকাশ ঘটা। এই দুটির যেকোনো একটি আগে এবং অপরটি এর অব্যবহিত পরে প্রকাশিত হবে।
>
> আবদুল্লাহ রা. বলেন, আর আমার মনে হয়, তাঁর বক্তব্যের মধ্যে পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদয়টাই প্রথমে প্রকাশিত হওয়ার কথা ছিল।[৩]

কিন্তু বিভিন্ন কারণে তাঁদের এই বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়; বরং বাস্তবতা হলো, পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়ের পূর্বে আরও তিনটি বড় আলামত প্রকাশিত হবে : দাজ্জালের

---

[২] *সুনানু আবি দাউদ* : ৪৩৩৪; *আল-মুসনাদ*, ইমাম আহমাদ : ৯৮১৮।

[৩] *সহিহ মুসলিম* : ২৯৪১; *সুনানু আবি দাউদ* : ৪৩১০; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ৪০৬৯; *আল-মুসনাদ*, ইমাম আহমাদ : ৬৮৮১।

আবির্ভাব, ইসা আ.-এর অবতরণ এবং ইয়াজুজ-মাজুজের বহিঃপ্রকাশ। এর কয়েকটি কারণ নিম্নরূপ :

১. যখন পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হবে, তখন তাওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। আল্লাহ বলেন, 'যেদিন তোমার রবের কতক নিদর্শন এসে যাবে, সেদিন এমন ব্যক্তির ইমান তার কোনো কাজে আসবে না; যে পূর্বে ইমান আনেনি কিংবা নিজ ইমানের সঙ্গে কোনো সৎকর্ম অর্জন করেনি।' [সুরা আনআম : ১৫৮]

রাসুল ﷺ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন,

> পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে না। লোকেরা যখন তা দেখবে, তখন পৃথিবীর সকলে ইমান আনবে। আর সেটি হচ্ছে এমন সময়, যখন পূর্বে ইমান আনেনি এমন ব্যক্তির ইমান তার কোনো কাজে আসবে না।[৪]

অথচ সর্বজনস্বীকৃত যে, ইসা আ. ঊর্ধ্বাকাশ থেকে অবতরণের পর মানুষদের ইসলামের দিকে আহ্বান করবেন এবং খ্রিষ্টানদের অনেকে তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ইমান আনয়ন করবে। আল্লাহ বলেন,

> কিতাবিদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে নিজ মৃত্যুর আগে ইসার প্রতি ইমান আনবে না; আর কিয়ামতের দিন সে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হবে। [সুরা নিসা : ১৫৯]

অথচ এই ঘটনা যদি সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হওয়ার পরে হয়ে থাকে, তাহলে তো কারও ইমান তার কোনো কাজে আসবে না। এ জন্য হাফিজ ইবনু হাজার রাহ. বলেন, দাজ্জালের অবস্থানের সময়কাল ইসা আ. তাকে হত্যা করা পর্যন্ত, এরপর ইসা আ.-এর অবস্থানের সময়কাল এবং ইয়াজুজ-মাজুজের আত্মপ্রকাশ—এ সবগুলোই পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদয়ের উপর অগ্রবর্তী হবে। সকল বর্ণনা একত্র করলে যে অভিমত অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত হয় তা হলো, দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ সে-সকল বড় আলামতসমূহের মধ্যে প্রথম, যা পৃথিবীর বড় অংশে সার্বিক অবস্থা পরিবর্তনের নির্দেশক। আর পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হওয়া সেসব বড় আলামতসমূহের মধ্যে প্রথম, যা উপরস্থ পৃথিবীর বিবর্তনের নির্দেশক। কিয়ামত অনুষ্ঠিত হওয়ার মাধ্যমে এর পরিসমাপ্তি ঘটবে।

---

[৪] *সহিহ বুখারি* : ৪৬৩৫, ৪৬৩৬, ৬৫০৫, ৭১২১; *সহিহ মুসলিম* : ১৫৭, ১৫৮, ১৫৯; *সুনানু আবি দাউদ* : ৪৩১২; *জামিউত তিরমিজি* : ৩০৭২, ৩৫৩৬; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ৪০৬৮; *আল-মুসনাদ*, ইমাম আহমাদ : ৬৮৮১, ৭১৬১, ৮১৩৮, ৮৫৯৯, ৮৮৫০, ৯১৭২, ১০৮৫৯, ১১২৬৬, ১১৯৩৮, ১৮১০০, ২১৪৫৯।

ইমাম বায়হাকি তার *আল-বাসু ওয়ান নুশুর* গ্রন্থে বলেন, হালিমি রাহ. উল্লেখ করেছেন, প্রথম আলামত হলো দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ এবং এরপর ইসা ইবনু মারয়াম আ.-এর অবতরণ। কেননা, পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় যদি ইসা আ.-এর অবতরণের পূর্বে হয়, তাহলে কুফফার গোষ্ঠীর তাঁর সময়কালে ইমান আনয়ন করা কোনো কাজে আসবে না। কিন্তু বাস্তবতা হলো, সে সময় ইমান আনয়ন তাদের উপকারে আসবে। কারণ, ইমান আনয়ন করা যদি তাদের কাজে না আসে, তাহলে তাদের মধ্য থেকে যারা ইসলাম গ্রহণ করবে, তাদের ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে দীন এক দীনে পরিণত হবে না।[৫]

হাফিজ ইবনু কাসির রাহ. বলেন, নিঃসন্দেহে প্রকাশিত হওয়ার দিক থেকে প্রথম আলামত পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হওয়া। এর অর্থ হলো, যেসব আলামত স্বাভাবিক নয়, তার মধ্য থেকে প্রকাশিত প্রথম আলামত এটা; যদিও দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ এবং ঊর্ধ্বাকাশ থেকে ইসা আ.-এর অবতরণ এবং ইয়াজুজ-মাজুজের বহিঃপ্রকাশ এর পূর্বেই সংঘটিত হবে। এ সবগুলোই পরিচিত বিষয়। কেননা, তারা সকলেই মানুষ। তাদের অনুরূপ আকৃতিবিশিষ্ট জিনিস মানবচক্ষু পূর্ব থেকেই দেখে আসছে। ...আর পশ্চিম দিক থেকে সূর্যের উদয় তার স্বাভাবিক রীতি এবং আকাশের নিদর্শনসমূহের সম্পূর্ণ খিলাফ।[৬]

২. দাজ্জাল ও ইয়াজুজ-মাজুজের আত্মপ্রকাশ এবং ঊর্ধ্বাকাশ থেকে ইসা আ.-এর অবতরণের ঘটনা আবশ্যিকভাবেই সূর্য পশ্চিমাকাশ থেকে উদিত হওয়ার পূর্বেই সংঘটিত হতে হবে। কারণ, দাজ্জালের হত্যা এবং ইয়াজুজ-মাজুজের ধ্বংসের পরও ইসা আ. পৃথিবীতে সাত বছর জীবনযাপন করবেন, যেমনটি *সহিহ মুসলিমে* বর্ণিত হয়েছে; কিংবা ৪০ বছর জীবনযাপন করবেন, যেমনটি *সুনানু আবি দাউদ* গ্রন্থে সহিহ সনদে আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে। এসবের পর প্রথম সেই আলামত প্রকাশ পাবে, যার প্রকাশের অব্যবহিত পরেই পর্যায়ক্রমে অন্য সব আলামত প্রকাশ পাবে এবং কিছুকালের মধ্যেই কিয়ামত অনুষ্ঠিত হয়ে যাবে। রাসুল ﷺ বলেন, 'নিদর্শনসমূহ যেন একটি সুতায় বিন্যস্ত দানা। যদি দানা ছিঁড়ে ফেলা হয়, তাহলে একটি দানা অপর দানার অনুগামী হয় (এবং দ্রুতই পতিত হয়)।'[৭]

---

[৫] *ফাতহুল বারি* : রিকাক অধ্যায়, সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হওয়া-সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ। ইমাম তাবারি রাহ. এর অভিমতও এটা।

[৬] *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া* : আল-ফিতান ওয়াল-মালাহিম অধ্যায়, ভূমি থেকে দাব্বাতুল আরদের আত্মপ্রকাশ এবং মানুষদের সাথে তার কথোপকথন-সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ।

[৭] *আল-মুসনাদ*, ইমাম আহমাদ : ৭০৪০।

আবু আলিয়া রাহ.-এর *আল-মুসনাদ* গ্রন্থে মুরসাল বর্ণনায় এসেছে, 'এসব নিদর্শন ছয় মাসে প্রকাশিত হবে।' আর আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, 'আট মাসে'।

সুতরাং এই দুই ধরনের বর্ণনার মধ্যে সমন্বয়ের পন্থা হলো এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যে, দাজ্জালের নিহত হওয়া এবং ইয়াজুজ-মাজুজের ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার পর ইসা আ. সুদীর্ঘ সময় মুসলমানদের মধ্যে অবস্থান করবেন। তাঁর তিরোধানের পর কোনো এক সময়ে পশ্চিমাকাশ থেকে সূর্য উদিত হবে এবং এরপর খুব অল্প সময়ের মধ্যে সুতার দানা ঝরার মতো সব আলামত প্রকাশিত হবে। এই ব্যাখ্যা ছাড়া এসব বিপরীতমুখী বর্ণনার সমন্বয় সাধন করা দুরূহ।

চার. দাজ্জালের আকৃতি-প্রকৃতি

আবু বাকরা রা. রাসুল ﷺ থেকে বর্ণনা করেন,

> দাজ্জালের বাবা-মায়ের ৩০ বছর পর্যন্ত কোনো সন্তান জন্মগ্রহণ করবে না। এরপর একটি কানা ছেলে জন্মগ্রহণ করবে। সে হবে খুবই ক্ষতিকর এবং অত্যন্ত অনুপকারী। তার দুচোখ ঘুমাবে; কিন্তু অন্তর ঘুমাবে না।

এরপর রাসুল ﷺ আমাদের সামনে তার বাবা-মায়ের বিবরণ উল্লেখ করলেন। তিনি বলেন,

> দাজ্জালের বাবা দৈহিক আকৃতির দিক থেকে হবে লম্বাটে, হালকা-পাতলা গড়নের এবং তার নাক হবে পাখির ঠোঁটের মতো লম্বা। আর তা মা হবে স্থূলকায়, সুউচ্চ স্তনবিশিষ্টা।[৮]

দাজ্জালের আকৃতি হবে এরূপ,

> খাটো, তবে অতিকায় স্থূল এবং দানবাকৃতির বিশাল দেহবিশিষ্ট; উভয় চোখই ত্রুটিযুক্ত—বাম চোখটি ভ্রুসহ চামড়ার আবরণে লুক্কায়িত, যেন তা মুছে দেওয়া হয়েছে; আর ডান চোখটি ভাসমান আঙুরসদৃশ, যেন তা কোঠর থেকে বেরিয়ে এসেছে; অস্বাভাবিক রকমের ঘন কোঁকড়া ও অগোছালো চুল। দেখলে মনে হবে, যেন গাছের কতগুলো ডাল। কপাল অতি প্রশস্ত এবং মাথা স্বাভাবিকের থেকেও বড়। শ্বেত-শুভ্র চামড়ার দেহ। দু-পায়ের গোছার মধ্যে মাত্রাতিরিক্ত দূরত্ব, ফলে চলন ত্রুটিযুক্ত; দু-চোখের মাঝামাঝিতে কাফির লেখা থাকবে, যা শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকল মুসলিম পড়তে পারবে। তবে কোনো কাফির যত বড় শিক্ষিতই হোক না কেন, তা পড়তে পারবে না। সে হবে আঁটকুড়ে, নিঃসন্তান।[৯]

---

[৮] *জামিউত তিরমিজি* : ২২৪৮।

[৯] দাজ্জালের দৈহিক গুণবিশিষ্ট হাদিসসমূহ জানার জন্য দ্রষ্টব্য—*সহিহ বুখারি* : ১৫৫৫, ৫৯১৩, ৭৪০৮; *সহিহ*